বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের হিসাবের উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০০৪-২০০৫

প্রথম খন্ড

(অডিট রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ ০১/০৫/১৪১৪ বঃ
১৬/০৮/০৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহা পরিচালকের মন্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ কতিপয় অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাবের উপর ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে সকল আপত্তি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সে সকল আপত্তিসমূহকে সন্নিবেশ করে আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের উপর ১৭(সতের) টি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উপর ২(দুই) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসহ সর্বমোট ১৯(উনিশ) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে সকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দৃষ্টিগোচরে আনা হল তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসর/বৎসরসমূহের মোট আর্থিক লেনদেনের পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষার ফল মাত্র। অতএব, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নিরীক্ষা মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র নমুনামূলক, এগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুল-ত্রুটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যেন আর সংঘটিত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত

(মিয়া মোহাম্মদ শাহীদ)

তারিখ ঃ ০৯/০৮/০৭

মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য
(Information About the Audit)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান **(Audited Units)**	ঃ	ডাক বিভাগের আওতাধীন ৫৮টি অফিস এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৭০টি অফিস।
নিরীক্ষার প্রকৃতি **(Nature of Audit)**	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট
আর্থিক বৎসর **(Audited Years)**	ঃ	২০০৪-২০০৫
নিরীক্ষা কৌশল **(Audit Approach)**	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
নিরীক্ষা দলের সংখ্যা **(Number of Audit Teams)**	ঃ	১১(এগার) টি
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল **(Audit Information Collection Technique)**	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ
নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরণ **(Pattern of Audit Information)**	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহ।

অডিট ফাইন্ডিংস

১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	টাকা	মন্তব্য
১	৩	৪	৫
১	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ক্ষতি।	১৬,৪৯,৩৬০/-	পরিশিষ্ট-ক
২	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বাহিরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতি।	১১,৩৯,২৪০/-	পরিশিষ্ট-খ
৩	বিনিময় কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারদের বিল নগদে পরিশোধের নামে ক্ষতি।	৭,৪৫,৯২৫/-	পরিশিষ্ট-গ
৪	টিএন্ডটি'র বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসের সুইচরুমের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মেরামত কাজে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ ক্ষতি।	৬,৯৫,৭২৫/-	পরিশিষ্ট-ঘ
৫	টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতি।	৫,৯৮,৩২০/-	পরিশিষ্ট-ঙ
৬	প্রকল্পের কাজে প্রাক্কলন বহির্ভূত বিভিন্ন মালামাল ক্রয় ও কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ক্ষতি।	৩,৬১,০৬০/-	পরিশিষ্ট-চ
৭	বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়।	৬,৮০,৮১,৭০৬/-	পরিশিষ্ট-ছ
৮	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর আদায় করা হয়নি।	২,২৫,২০৬/-	পরিশিষ্ট-জ
৯	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ অনাদায়ী।	১,৯৩,৭৮৯/-	পরিশিষ্ট-ঝ
১০	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত কাজে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে অনিয়মিত ব্যয়।	১,৫৫,৪৫২/-	পরিশিষ্ট-ঞ
১১	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রাপ্য কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতি।	১,৪০,৪০০/-	পরিশিষ্ট-ট

(অপর পাতা দ্রষ্টব্য)

(পাতা-২)

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১২	প্রকল্পের কাজে ক্রয়কৃত মালামালের হদিস না পাওয়ায় উহার মূল্য বাবদ সরকারী অর্থের ক্ষতি।	২০,৬৮,০০,০০০/-	পরিশিষ্ট-ঠ
১৩	পোর্ট চার্জ এবং শিপিং চার্জ বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২১,১৭,৪৩২/-	--
১৪	টেলিফোন রাজস্ব বাবদ অনাদায় থাকা সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৭৪,৬০,৮৯২/-	পরিশিষ্ট-ড
১৫	পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ বকেয়া অনাদায়ী।	২,২৫,১৮০/-	পরিশিষ্ট-ঢ
১৬	প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ।	১৩,৭৭,০০২/-	পরিশিষ্ট-ণ
১৭	স্থানীয় বাজার হতে ভান্ডারজাত দ্রব্যাদি বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।	১,৪৪,৩২৫/-	পরিশিষ্ট-ত
	সর্বমোট টাকা=	৩৮,২১,১১,৭৫৪/-	

অডিট ফাইন্ডিংস

গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	শিরোনাম	টাকা
১	২	৪	৫
১	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১টি অফিস	মটরযান কর ও জরিমানা সরকারী খাতে জমা না করে আত্নসাৎ।	৮,৮৬,২৩৪/-
২	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১টি অফিস	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ।	৪,৮৩,৪৮৭/-
			মোট=১৩,৬৯,৭২১/-

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ- (Causes of Irregularities and Losses).

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

১॥ সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

২॥ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পরিপালন না করা।

৩॥ ভ্যাট ও আয়কর যথানিয়মে আদায় না করা।

৪॥ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামালের সঠিক হিসাব না রাখা।

৫॥ বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

৬॥ লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে যাচাই না করা।

৭॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে পরিশোধ করা।

৮॥ প্রকল্পের জনবলকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা।

৯॥ যানবাহন কর আদায় করে নিয়ম মোতাবেক সরকারী খাতে জমা না করা।

১০॥ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কর্মচারী নিয়োগ করা।

নিরীক্ষার সুপারিশমালা (Audit Recommendations) ঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

১ ॥ সরকারী বিধি বিধান যথাযথ পরিপালন করা আবশ্যক।

২ ॥ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট হতে টেলিফোন বিল যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৩ ॥ অফিস সংস্থাপনে নিয়মিত লোকবল থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কাজে না লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক / ঠিকাদার নিয়োগ দেখানোর প্রবণতা পরিহার করা আবশ্যক।

৪ ॥ ভ্যাট, আয়কর যথানিয়মে আদায় করা আবশ্যক।

৫ ॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের টাকা বিধি / নির্দ্দেশ মোতাবেক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা আবশ্যক।

৬ ॥ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত ভান্ডার মালামালের হিসেব সঠিকভাবে রাখা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৭ ॥ খরচ বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখা আবশ্যক।

৮ ॥ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দ্দেশ মোতাবেক কর্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক।

৯ ॥ যানবাহন কর আদায় করে সরকারী খাতে জমা করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের হিসাবের উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০০৪-২০০৫

দ্বিতীয় খন্ড

(মূল নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা নম্বর
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	...	...	৩
গুরুতর আর্থিক অনিয়ম	...	...	৫
১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার	...	...	৭-৯
গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ			১১
১.০২ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড)	...	...	১৩-২৯
১.০৩ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (বাংলাদেশ ডাক বিভাগ)	...	...	৩১-৩৩
মহা পরিচালকের মন্তব্য	...	...	৩৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট,১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ ০১/০৫/১৪১৪ বঃ
১৬/০৮/০৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

৫

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম

১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ক্ষতি।	১৬,৪৯,৩৬০/-	পরিশিষ্ট-ক
২	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বাহিরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতি।	১১,৩৯,২৪০/-	পরিশিষ্ট-খ
৩	বিনিময় কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারদের বিল নগদে পরিশোধের নামে ব্যয় দেখিয়ে ক্ষতি।	৭,৪৫,৯২৫/-	পরিশিষ্ট-গ
৪	টিএন্ডটি'র বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসের সুইচরুমের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মেরামত কাজে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ ক্ষতি।	৬,৯৫,৭২৫/-	পরিশিষ্ট-ঘ
৫	টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতি।	৫,৯৯,০৬০/-	পরিশিষ্ট-ঙ
৬	প্রকল্পের কাজে প্রাক্কলন বহির্ভূত বিভিন্ন মালামাল ক্রয় ও কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ক্ষতি।	৩,৬১,০৬০/-	পরিশিষ্ট-চ
৭	বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়।	৬,৮০,৮১,৭০৬/-	পরিশিষ্ট-ছ
৮	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর আদায় করা হয়নি।	২,২৫,২০৬/-	পরিশিষ্ট-জ
৯	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ অনাদায়ী।	১,৯৩,৭৮৯/-	পরিশিষ্ট-ঝ
১০	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত কাজে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে অনিয়মিত ব্যয়।	১,৫৫,৪৫২/-	পরিশিষ্ট-ঞ
১১	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রাপ্য কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতি।	১,৪০,৪০০/-	পরিশিষ্ট-ট

(অপর পাতা দ্রষ্টব্য)

(পাতা-২)

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১২	প্রকল্পের কাজে ক্রয়কৃত মালামালের হদিস না পাওয়ায় উহার মূল্য বাবদ সরকারী অর্থের ক্ষতি।	২০,৬৮,০০,০০০/-	পরিশিষ্ট-ঠ
১৩	পোর্ট চার্জ এবং শিপিং চার্জ বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২১,১৭,৪৩২/-	--
১৪	টেলিফোন রাজস্ব বাবদ অনাদায় থাকা সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৭৪,৬০,৮৯২/-	পরিশিষ্ট-ড
১৫	পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ বকেয়া অনাদায়ী।	২,২৫,১৮০/-	পরিশিষ্ট-ঢ
১৬	প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ।	১৩,৭৭,০০২/-	পরিশিষ্ট-ণ
১৭	স্থানীয় বাজার হতে ভান্ডারজাত দ্রব্যাদি বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।	১,৪৪,৩২৫/-	পরিশিষ্ট-ত
	সর্বমোট টাকা=	৩৮,২১,১১,৭৫৪/-	

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	শিরোনাম	টাকা
১	২	৪	৫
১	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১টি অফিস	মটরযান কর ও জরিমানা সরকারী খাতে জমা না করে আত্মসাৎ।	৮,৮৬,২৩৪/-
২	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১টি অফিস	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ।	৪,৮৩,৪৮৭/-
			মোট=১৩,৬৯,৭২১/-

গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

১.০২ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১॥ **টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ১৬,৪৯,৩৬০/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ১৩(তের) টি বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে মন্ত্রণালয়ের বিধান উপেক্ষা করে শ্রমিক নিয়োগের নামে মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১৬,৪৯,৩৬০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ক" সংযুক্ত)**।
- ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা যায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, এমডিএফ রুম, ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ দেখানো হয়।
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নং-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এর নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কাজে বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।
- টিএন্ডটি বিভাগের ডিজিটাল সুইচরুমে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক প্রবেশাধিকার নেই।
- ডিজিটাল সুইচ রুমে অদক্ষ শ্রমিকের কোন কাজ নেই।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্যে বাহিরের এবং অভিজ্ঞ লোক নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের এ ধরণের সুক্ষ্ম কারিগরী কাজ সমাধা করার জন্য বাইরের কোন লোক নিয়োগের সুযোগ নেই।
- বর্ণিত স্থান সমূহ নিরাপত্তামূলক হওয়ায় বহিরাগতদের প্রবেশ সংরক্ষিত।
- সর্বোপরি এ ধরণের নিয়োগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-৯২খ্রিঃ তারিখের বর্ণিত আদেশের পরিপন্থী।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- বহিরাগত শ্রমিক বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সমুদয় অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ২ ॥ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বাহিরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১১,৩৯,২৪০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৬(ছয়) টি বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ডিপি ও টেলিফোন লাইনের কেবিনেট এবং ডিপিবক্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের কাজে বাহিরের অনভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে মজুরী বাবদ ১১,৩৯,২৪০/-টাকা ক্ষতি **(পরিশিষ্ট-"খ" সংযুক্ত)।**
- সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে সরকারী অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- সিডিউলে ও বিলে মেরামত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই।
- পিটিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারামতে ইএনজি-৩ এর নির্দেশ মোতাবেক শ্রমিক হিসেব করে প্রকৃত অর্থে কতজন শ্রমিক আলোচ্য কাজে প্রয়োজন ছিল তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ক্রটি নির্নয় কাজে ইকোমিটার/বিকোমিটার মেশিন ব্যবহার করে ক্রটিযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ মেরামত কাজে কোন ভান্ডার মালামাল ব্যবহার করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জোড়ার ক্যাবল প্রতিস্থাপন দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
- সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখানো হলেও বিভাগীয় নিয়মিত জনবল সে সময়ে কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও সে সকল রাস্তা কর্তনের কোন অনুমতি স্থানীয় সরকার হতে নেয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল বিদ্যমান ছিল।
- ভান্ডারজাত মালামাল ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- ইএনজি-৩ মোতাবেক শ্রমিক হিসাব নিশ্চিত করা হয় নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ও ডিপি বক্স মেরামত কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ক্ষতিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৩ ॥ বিনিময় কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারদের বিল নগদে পরিশোধের নামে ৭,৪৫,৯২৫/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৭(সাত) টি বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঠিকদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনের নামে ৭,৪৫,৯২৫/- টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় **(পরিশিষ্ট-"গ" সংযুক্ত)**।
- ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজে নিরীক্ষিত অফিসে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।
- টিএন্ডটি বিভাগের এ ধরণের সূক্ষ কারিগরী কাজের জন্য কোন বেসরকারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। কাজেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে টিএন্ডটির সূক্ষ্ম কাজে কোন লোক থাকার কথা নহে।
- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের ২৯-১০-২০০১ তারিখের নির্দেশ নং-নিশা-৫/৪-১/২০০০ উপেক্ষা করে চেকের পরিবর্তে নগদে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- পিএন্ডটি আইএসি ভলিউম-১ ধারা-১৩৬ এবং ১৪৪ অনুচ্ছেদেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধের নির্দেশ আছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- চেকের পরিবর্তে নগদে অর্থ পরিশোধের বিষয়ে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
- এ ধরণের কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন কাজে বেসরকারীভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে না উঠায় দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়না।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভিতরের কাজে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নামে পরিশোধিত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- এ ধরণের অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৬ ॥ প্রকল্পের কাজে প্রাক্কলন বহির্ভূত বিভিন্ন মালামাল ক্রয় ও কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ৩,৬১,০৬০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন প্রকল্প পরিচালক, ২,৬৬,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপন প্রকল্প, কড়াইল, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৩-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রাক্কলনে বিভিন্ন দ্রব্যাদির ক্রয় ও কাজ সম্পাদনের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও প্রাক্কলন বহির্ভূত দ্রব্যাদি ক্রয় দেখিয়ে ৩,৬১,০৬০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"চ" সংযুক্ত)**।
- প্রাক্কলন বহির্ভূত মালামালের ক্রয় ও কাজ সম্পাদন করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রাক্কলন বহির্ভূত মালাামাল ক্রয় করে এ প্রাক্কলনের হিসেবভুক্ত করা হয়।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ২১৮ ধারার নির্দেশ মোতাবেক সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদনের পর মূল প্রকল্প বহির্ভূত মালামাল ক্রয় ও কাজ করা যাবেনা।
- বিধি বিধান পরিপালন না করে প্রকল্প পরিচালক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ক্ষতি সাধন করেছেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই করে জবাব প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ০২-০৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রকল্প বহির্ভূত ব্যয় দেখিয়ে ক্ষতিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৭ ॥ বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬,৮০,৮১,৭০৬/- টাকা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৪(চার) টি বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬,৮০,৮১,৭০৬/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ছ" সংযুক্ত)**।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ২য় খন্ডের ৭৮৩(১) ধারা অনুযায়ী কোন মতেই বরাদ্দতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না।
- বিটিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত পত্র নং-বাজেট ঃ ৪-২৮/২০০৪-২০০৫/(অংশ), তারিখঃ-২৫-৫-২০০৫ ইং এর মাধ্যমে বরাদ্দতিরিক্ত ব্যয় বন্দের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- বরাদ্দ অতিরিক্ত খরচ বন্ধের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যয় বরাদ্দ সীমার মধ্যে না রেখে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছে।
- প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে পত্রালাপ চলছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে বিধি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৮ ॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর বাবদ ২,২৫,২০৬/- টাকা আদায় করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড এর ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় ঠিকাদারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ২,২৫,২০৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"জ" সংযুক্ত)**।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত আয়কর কর্তন বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ এর তফছিলটি সংশোধন পূর্বক এস,আর,ও নম্বর-৬ আইন/২০০২ তারিখ-০৬-০১-২০০২ এর মাধ্যমে জারী করা আদেশ অনুযায়ী আয়কর আদায় করা হয়নি।
- উক্ত আদেশ অনুযায়ী মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে আয়কর আদায় না করায় উক্ত পরিমাণ আয়কর অনাদায় রয়েছে।
- সরকারী রাজস্ব আয়কর আদায় না করে প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ সুযোগ করে দেয়ায় এ পরিমাণ ক্ষতি হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে আয়করের আপত্তিকৃত অর্থ আদায়করে তা অডিটকে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সরকারী আদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তন/আদায় না করার কারণে অনিয়ম হয়েছে।
- সরকারী রাজস্ব সত্ত্বর আদায় করা প্রয়োজন।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৯ ॥ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ ১,৯৩,৭৮৯/- টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৬(ছয়) টি টেলিফোন রাজস্ব অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন ঠিকাদারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৯৩,৭৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি **(পরিশিষ্ট-"ঋ" সংযুক্ত)**।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নম্বর-১১৬ আইন/২০০২/৩৪১ তারিখ-০৬-০৬-২০০২ ইং অনুযায়ী ঠিকাদার/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করে আদায়কৃত অর্থ সরকারী খাতে জমা করার নির্দেশ থাকলেও তা জমা করা হয়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ ঠিকাদারী/সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- আদায় হলে অডিটকে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সরকারী আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারী উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ভ্যাট বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১০ ॥ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত কাজে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ১,৫৫,৪৫২/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী, ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, মগবাজার, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন আবাসিক ভবন সমূহের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত, পুনঃ সংযোগ ইত্যাদি কাজের নামে বহিরাগত ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ও সাহায্যকারী নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ ১,৫৫,৪৫২/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় দেখিয়ে ক্ষতি সাধন করা হয় **(পরিশিষ্ট-"ঞ" সংযুক্ত)**।
- পরিশিষ্টে উল্লেখিত মেরামত কাজ সমূহের বিপরীতে অফিস/বাসায় বসবাসকারীর নিকট হতে কোন অভিযোগপত্র/ চাহিদাপত্রের তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভান্ডার মালামাল ব্যবহার ব্যতিরেকে মেরামত কাজে কুলীর মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে কর্মসম্পাদন অযৌক্তিক।
- কাজগুলি চুক্তি মোতাবেক সম্পাদনকালে বিভাগীয় নিয়মিত লোকবল কোথায় কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ১৫ জন নিয়মিত ইলেকট্রিশিয়ান এবং ১৩ জন মাষ্টাররোল শ্রমিক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাহিরের চুক্তি ভিত্তিক ইলেকট্রিশিয়ান ও সাহায্যকারী নিয়োগ দেখানো হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে চুক্তি ভিত্তিক বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করে কাজগুলি সম্পাদন করতে হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- নিজস্ব লোকবল থাকা সত্ত্বেও চুক্তি ভিত্তিক ইলেকট্রিশিয়ান ও সাহায্যকারী নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয় হয়েছে।
- প্রকৃতপক্ষে কাজগুলি বিভাগীয় নিয়মিত জনবল দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- বিভাগীয় নিয়মিত ইলেকট্রিশিয়ান ও প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও চুক্তি ভিত্তিক ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগ দেখিয়ে অপচয়কৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১১॥ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রাপ্য কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১,৪০,৪০০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ২(দুই) টি বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে প্রাপ্য কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ দেখিয়ে ১,৪০,৪০০/-টাকা ক্ষতি **সাধন করা হয় (পরিশিষ্ট-"ট" সংযুক্ত)।**
- সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে সরকারী অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- সিডিউলে ও বিলে যে পরিমাণ মেরামত কাজ দেখানো হয়েছে এবং তার জন্যে ইএনজি-৩ মোতাবেক যে পরিমাণ কুলি প্রাপ্য তার চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ দেখিয়ে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।
- পিটিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারামতে ইএনজি-৩ এর নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ক্রুটি নির্নয় কাজে ইকোমিটার / বিকোমিটার মেশিন ব্যবহার করে ক্রুটিযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ মেরামত কাজে কোন ভান্ডার মালামাল ব্যবহার করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জোড়ার ক্যাবল প্রতিস্থাপন দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায় নাই।
- সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখানো হলেও বিভাগীয় জনবল সে সময়ে কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও সে সকল রাস্তা কর্তনের কোন অনুমতি স্থানীয় সরকার হতে নেয়া হয়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল বিদ্যমান ছিল।
- ভান্ডারজাত মালামাল ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- ইএনজি-৩ মোতাবেক শ্রমিক হিসাব নিশ্চিত করা হয় নাই।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অফিস সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী বাবদ পরিশোধকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১২ ॥ প্রকল্পের কাজে ক্রয়কৃত মালামালের হদিস না পাওয়ায় উহার মূল্য বাবদ ২০,৬৮,০০,০০০/- টাকা সরকারী সম্ভাব্য ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন প্রকল্প পরিচালক, ২,৬৬,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপন প্রকল্প, কড়াইল, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৩-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, প্রকল্পের কাজে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ এর নিকট হতে ক্রয়কৃত ২০,৬৮,০০,০০০/- টাকার মালামাল কি কাজে কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে তার হদিস পাওয়া যায়নি **(পরিশিষ্ট-"ঠ" সংযুক্ত)**।
- ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ ও কাজে ব্যবহার সঠিকভাবে হয়েছে তার কোন-প্রতিবেদন প্রকল্প অফিস দেখাতে পারেনি।
- জি'ওবি এর টাকা প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে মালামাল সরবরাহের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে, কাজেই মালামাল গ্রহণ, বিতরণ ও ব্যবহারের সঠিকতা নিশ্চিত করা প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব।
- প্রকল্প অফিসে এ টাকা ব্যয়ে গৃহীত ভান্ডার মালামাল ব্যবহারে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- মালামালের হিসাব প্রকল্প হিসাবে না রাখা হলেও বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে রাখা হয়।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষাধীন সময়ে মালামাল গ্রহণ ও ব্যবহারে বিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্প ভিত্তিক সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়েছে এই মর্মে নিরীক্ষিত অফিসকে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্যে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা পাওয়া যায়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- পরবর্তীতে সচিব বরাবরে ০২-০৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের মালামালের হিসাব/এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ায় আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৩ ॥ পোর্ট চার্জ এবং শিপিং চার্জ বাবদ অনিয়মিতভাবে ২১,১৭,৪৩২/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন প্রকল্প, গুলশান-২, ঢাকা অফিসের ২০০৩-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, মালামাল খালাসে বিলম্বের জন্যে পোর্ট চার্জ বাবদ ২১,১৭,৪৩২/- টাকা অনিয়মিতভাবে প্রকল্পের খাত হতে পরিশোধ করা হয়।

- মালামাল খালাসে বিলম্বের জন্যে পোর্ট চার্জ/শিপিং চার্জ এজেন্ট কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হলেও প্রকল্পের অর্থ হতে তা পরিশোধ করা হয়েছে।

- নিম্নবর্ণিত ৫টি কনসাইনমেন্টের ক্লিয়ারেন্সের সময় বিলম্বের জন্যে পোর্ট চার্জ এবং শিপিং এজেন্টস্ চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে।

- কনসাইনমেন্ট গুলো হল (১) এপিএলইউ-০২২০৫০২৪, তারিখ-২৭-০৯-২০০৪ (২) এপিএলইউ-০২২০৫১১৭১, তারিখ-২৪-১০-২০০৪ (৩) এপিএলইউ-০০২২০৫৩৯৬১, তারিখ-৩১-১০-২০০৪ (৪) এপিএলইউ-০০২২১২৫৯৩৩, তারিখ-২২-১২-২০০৪ (৫) হিদমেনকিউ-৪০৩১২৭৩, তারিখ-০৮-০২-২০০৫ইং।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- আপত্তিতে উল্লেখিত কনসাইনমেন্ট এর মালামাল খালাস করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি জেডটিই কর্পোরেশন কর্তৃক যথাসময়ে সরবরাহ না করায় মালামাল খালাসে বিলম্বিত হয়।
- উক্ত বিলম্বিত সময়ের জন্য অতিরিক্ত ডেমারেজ বাবদ পরিশোধ করতে হয়।
- উক্ত জরিমানা বাবদ অর্থ জেডটিই কর্পোরেশনের নিকট আদায়ের জন্য পরিচালক, সংগ্রহ ঢাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- আদায় হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জরিমানা বাবদ উক্ত টাকা পরিশোধ করায় নিরীক্ষিত প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- পোর্ট চার্জ ও শিপিং চার্জ বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৪॥ টেলিফোন রাজস্ব বাবদ ৯,৭৪,৬০,৮৯২/- টাকা অনাদায় থাকা সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৭(সাত) টি টেলিফোন রাজস্ব অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন সংসদ সদস্য, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টেলিফোন রাজস্ব অনাদায় থাকা ৯,৭৪,৬০,৮৯২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি **(পরিশিষ্ট-"ড" সংযুক্ত)**।
- বাংলাদেশ গেজেটের আর্টিকেল-৮(২) তারিখ-১৮-১২-১৯৯২ খ্রিঃ এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্যগণ টেলিফোন বিল নগদে পরিশোধের লক্ষ্যে টেলিফোন ভাতা পেয়ে থাকেন এবং তা থেকে মাসিক টেলিফোন বিল পরিশোধ করার নিয়ম।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় উপরিউক্ত নিয়ম মোতাবেক বিল পরিশোধ না করার ফলে সংসদ সদস্যদের নিকট বিপুল পরিমাণ টেলিফোন রাজস্ব বকেয়া রয়েছে।
- টেলিফোন রাজস্ব এ্যাকাউন্টস্ ম্যানুয়েল প্যারা-১০৭ অনুযায়ী টেলিফোন বিল বকেয়া হলে সাময়িক বিচ্ছিন্ন ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ রয়েছে।
- কিন্তু সে নিয়ম মোতাবেক টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন না করার কারণে গ্রাহকগণ অধিক সময় টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং বকেয়া বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- বাংলাদেশ টিএন্ডটি বোর্ড কর্তৃক যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এবং টেলিফোন রাজস্ব আদায়ের ব্যপারে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বকেয়ার অংক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- আদায়ের অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- টেলিফোন রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সকল বিধি বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ না করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বিভাগের যে সকল কর্মকর্তার অবহেলা জনিত কারণে সঠিক সময়ে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়নি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৫॥ পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায় থাকায় ২,২৫,১৮০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টেলিফোন রাজস্ব (উত্তর), ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ রাজস্বের ২,২৫,১৮০/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ঢ" সংযুক্ত)**।
- টেলিফোন রাজস্ব এ্যাকাউন্টস্ ম্যানুয়েল প্যারা-১০৭ অনুযায়ী টেলিফোন বিল বকেয়া হলে সাময়িক টেলিফোন বিচ্ছিন্ন ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ রয়েছে।
- কিন্তু সে নিয়ম মোতাবেক পিএবিএক্স লাইন বিচ্ছিন্ন না করার কারণে গ্রাহকগণ অধিক সময় টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং বকেয়া বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- অফিস কর্তৃক রাজস্ব বকেয়ার টাকা আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বার্ষিক ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।
- আদায়ের অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সরকারী ও বিভাগীয় বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করলে পিএবিএক্স বার্ষিক ভাড়া বাবদ উক্ত পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকত না।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৬ ॥ প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বাবদ ১৩,৭৭,০০২/- টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স (বহিঃ) আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন, বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ ও ২ (র ও চা) অফিসের প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বাবদ ১৩,৭৭,০০২/- টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ণ" সংযুক্ত)**।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/অরি-১/এম-১৬/৯১-০১ (২৫০) তারিখ ঃ ১১-০১-৯২ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্পের নন গেজেটেড কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির তারিখ হতে আত্মীকরণ না হওয়া পর্যন্ত ৩(তিন) মাসের বেতন ভাতা রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা যাবে।
- তবে পদ সৃষ্টির তারিখ হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ করতঃ রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে।
- এসব পদ অবশ্যই কর্মকমিশনের আওতাভুক্ত পদের বহির্ভুত পদ হতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে এ নিয়ম পরিপালন ব্যতীত প্রকল্পের কর্মচারীদের বেতন ভাতা রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কর্তৃপক্ষের আদেশে রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে।
- তবে পদগুলি রাজস্ব খাতে আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে বেতন ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে বেতন ভাতা প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।
- বিধি বহির্ভূতভাবে রাজস্ব খাত হতে পরিশোধিত বেতন ভাতার টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৭॥ স্থানীয় বাজার হতে ১,৪৪,৩২৫/- টাকার ভান্ডারজাত দ্রব্যাদি বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স শেরেবাংলানগর, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় এস এম এন্টার প্রাইজ এর নিকট হতে ১,৪৪,৩২৫/- টাকা মূল্যের ভান্ডারজাত দ্রব্য বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ত" সংযুক্ত)**।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ২য় খন্ডের ১২০ ও ১২১ ধারাঅনুযায়ী ভান্ডার জাত দ্রব্যাদি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ ষ্টোর, তেজগাঁও, ঢাকা হতে সংগ্রহ করতে হবে।
- টেলিগ্রাফ ষ্টোর সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অপ্রাপ্যতার সনদ ও স্থানীয় ক্রয়াদেশ সংগ্রহ করে স্থানীয়ভাবে ভান্ডার মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে অপ্রাপ্যতার সনদ ও লোকাল পার্সেজ অথরিটি সংগ্রহ ব্যতীত এ ধরণের খরচ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার প্রয়োজন ছিল বিধায় সময় স্বল্পতার জন্য অপ্রাপ্যতার সনদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে ভান্ডারজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করে সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয়িত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

১.০৩ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণঃ
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১ ॥ **মটরযান কর ও জরিমানা সরকারী খাতে জমা না করে ৮,৮৬,২৩৪/- টাকা আত্নসাৎ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালীন সময়ে তদন্ত নথি নং-এইচ-১৮/২০০৪-২০০৫/ফরিদপুর পর্যালোচনান্তে দেখা যায় ফরিদপুর প্রধান ডাকঘরে মটরযান কর আদায়ে অনিয়মের মাধ্যমে ৮,৮৬,২৩৪/- টাকা আত্নসাৎ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"থ" সংযুক্ত)**।
- ৭১টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেন নবায়ন করে জরিমানা ও মুল টাকা সরকারী খাতে জমা না করে আত্নসাৎ করা হয়েছে।
- ১৮ জন কর্মচারী এ অনিয়ম এবং আত্নসাৎ এর সাথে জড়িত।
- এদের বিরুদ্ধে থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে কিন্তু কোন মামলা করা হয়নি।
- অভিযুক্তদের নিকট হতে এ যাবত আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায়ের বিষয়েও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে মটরযান কর আদায় করে বিভিন্ন কৌশলে টাকা আত্নসাতের ফলে সরকারী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- মোট আত্নসাৎকৃত ৯,২৪,৬৭১/- টাকার মধ্যে ৩৮,৪৩৭/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- আত্নসাৎকারী দায়ী কর্মচারীদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- এ যাবৎ অর্থ আদায়ের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- মটরযান কর ও জরিমানা বাবদ আত্নসাৎকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ২ ॥ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৪,৮৩,৪৮৭/- টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন প্রধান ডাকঘর, সিলেট অফিসের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৪,৮৩,৪৮৭/- টাকা পরিশোধ করা হয় **(পরিশিষ্ট-"দ" সংযুক্ত)**।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১২-০১-১৯৮৯ তারিখের আদেশ নং-এমই (এসপি)/৪৪/৮৮(খন্ড)-৩৫ অনুযায়ী শুন্য পদ পূরণের পূর্বে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১২-০১-১৯৮৯ তারিখের আদেশ নং-সম(এস-পি)/৪৪-৮৮-২৮৩ এর মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কর্মচারী নিয়োগ করে অনুমোদনের প্রস্তাব করা হলে তা বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লেখিত দুটি আদেশ অমান্য করে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- অনুমোদনের বিষয়ে উর্দ্ধতন অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশে যেহেতু পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কর্মচারী নিয়োগ করে পরে অনুমোদন প্রস্তাৰ করলে তা বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেহেতু উক্ত নিয়োগ বিধি বহির্ভূত হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী নিয়োগ করে তাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ পরিশোধিত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

মহাপরিচালকের মন্তব্য

ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের কতিপয় অফিসের ২০০৪-২০০৫ সাল এবং তৎপূর্ববর্তী কতিপয় সালের হিসাব বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।

উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ০৯/০৮/০৭

স্বাক্ষরিত

(মিয়া মোহাম্মদ শাহীদ

মহাপরিচালক

ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর,

ঢাকা।